মেহেরপুরে নতুন করে ১২ জন করোনা আক্রন্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ১২ জন কোরনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। ২৭ জুন শনিবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ৫৫ টি প্রাপ্ত রিপোর্ট এর মধ্যে ১২ টি পজিটিভ এসেছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৬ জন (একজন ফলেআপ) এবং গাংনীতে ৬ জন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মেহেরপুরে নতুন করে ১২ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছে।

শনিবার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৩২ জনের এর মধ্যে সদর উপজেলার ৪ জন, মেহেরপুর সদর হাসপাতালের ১৬ জন, গাংনীর ৭ জন এবং মুজিবনগরের ৫ জন।

এ নিয়ে শনিবার পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় সর্ব মোট ১৯০৮ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বমোট ফলাফল এসেছে ১৭৫২ টি তার মদ্য থেকে ৭২ জন কোরনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ৩৬ জন, গাংনী ৩০ জন, মুজিবনগর ৬ জন।

উল্লেখ্য, জেলায় করোনাতে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, সুস্থ হয়েছেন ২৩ জন, জেলা থেকে ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৫ জন কে, বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন ৩৯ জন।

মাশরাফি ভাই জীবন্ত কিংবদন্তি, তিনি আমার আইডল’

বাংলাদেশ দলের সাবেক সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজাকে নিজের আইডল হিসেবে ভাবেন জাতীয় নারী দলের তারকা অলরাউন্ডার জাহানারা আলম।

সম্প্রতি ভারতীয় ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদ মাধ্যম ক্রিকট্রেকারকে দেয়া

একান্ত সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে জাহানারা আলম বলেন, আমার কাছে সেই ধরনের কোনো আইডল নেই। আমার একজন কোচ আমাকে ইউটিউবে কিছু ভিডিও দেখানোর পরে আমি ব্রেট লির বোলিং দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি গতি এবং সুইংয়ের জন্য সেরাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আমি বোলিংয়ে তাকে অনুসরণ করতাম।

দেশের হয়ে ৩৭টি ওয়ানডে আর ৭১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা ২৭ বছর বয়সী এ অলরাউন্ডার আরও বলেন, ব্রেট লির বোলিংয়ের ভিডিও দেখার পর থেকেই আমি সেরা খেলোয়াড়দের শনাক্ত করতে শুরু করি। প্রতিটি দেশ থেকে, আমি দুই থেকে তিনজন ক্রিকেটারকে অনুসরণ করে থাকি।

জাতীয় দলের সাবেক এ অধিনায়ক মাশরাফি প্রসঙ্গে বলেন, মাশরাফি ভাইয়াকে আমি খুব পছন্দ করি। তিনি একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। তিনিই আমার একমাত্র আইডল। আমি তার প্রতিটি বিষয় পছন্দ করি, তবে এমন নয় যে আমি তার মতো সবকিছু করতে চাই।

আরও খবর

কুষ্টিয়ায় নমুনা না দিয়েই করোনা পজিটিভ

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নমুনা না দিয়েই করোনা পজেটিভ শনাক্ত হন শহরের এক বাসিন্দা। বুধবার রাতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা ওই ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করতে যান।

এসময় ওই বাসিন্দা হত-চকিত হয়ে বলেন, আমি তো করোনা পরীক্ষার কোন নমুনাই দেইনি কিংবা স্বাস্থ্য বিভাগের কেউ আমার বাড়িতে এসে নমুনাও সংগ্রহ করেনি।

তিনি আরো বলেন, আমাকে তাহলে করোনা পজিটিভ শনাক্ত করা হলো কেন? এনিয়ে শহরময় হাস্যরস ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শহরের পূর্ব মজমপুর এলাকার বাসিন্দা গোলাম রসুল (৬২) কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের

প্যাথলজি বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত এমএলএসএস।

তিনি জানান, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানোর জন্য রক্তের নমুনা দেন। এছাড়া তিনি হাসপাতালের ফ্লু কর্নারে করোনা পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। এরপর তার নাম, ঠিকানা ও মুঠোফোন নম্বর লিখে চিকিৎসক তাকে পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র নেন।

তবে হাসপাতালে করোনার নমুনা দেওয়ার কথা থাকলেও পরে তিনি আর নমুনা দেননি। কিন্তু গোলাম রসুল নমুনা না দিলেও বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা তার বাড়ি লকডাউন করতে এনেস জানায় যে, বুধবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবরটোরিতে নমুনা পরীক্ষার প্রাপ্ত তালিকায় গোলাম রসুলের নাম রয়েছে। গোলাম রসুল জানান, করোনার কোন উপসর্গ তার ছিল না। যেহেতু চলাফেরায় তিনি অনেক মানুষের সংস্পর্শে গেছেন তাই তিনি ফ্লু কর্নারে পরামর্শ নিয়েছিলেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক নুরুন্নাহার বেগম জানান, বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। খতিয়ে দেখে এ ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

করোনাভাইরাসের মতো সরকার জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে: রিজভী

করোনাভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার চলছে হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্যকরণের নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাদের আর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণকে বশ মানাতে বলপ্রয়োগ করা। সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে গ্রামে গ্রামে নীরবে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

করোনার অভিঘাতে দেশব্যাপী প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতির চাকা স্তিমিত, আমদানীর পাশাপাশি রফতানী আরও আশঙ্কাজনক হারে কমছে, ধসে গেছে রেমিটেন্স। করোনার কারণে চাহিদা ও ভোগ হ্রাস পাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার দশা। এর ওপর ফ্যাসিবাদের অবয়ব চূড়ান্ত রুপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার তাদের সৃষ্ট শূন্যভান্ডার পূরণ করতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের মানুষের গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করছে। করোনা মহামারীর এই প্রলয়ংকারী দুর্যোগের সময় সুষ্ঠু ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার থাকলে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে সহায়তা করা, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করতো।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, করোনা ভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে। সরকার এতোটাই নির্বিবেক ও বেপরোয়া যে, হরিলুট হওয়া সরকারী অর্থের ঘাটতি পূরণে গরীব মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে।

এই করোনাকালে আমরা বেশ কয়েকজন মানবিক বাড়ীওয়ালা দেখেছি যারা ভাড়াটিয়াদের বাড়ীভাড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। আবার অনেক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সাথে করছে নির্দয় আচরণ। ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে, কখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেয়। সরকার বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানাভাবে মাশুল আদায় করছে অন্যায়ভাবে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা তাদের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হলেও নির্দয়ভাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে।

এই সরকার দেউলিয়া হওয়া অর্থনীতি সচল রাখার জন্য স্বল্প আয়ের

মানুষদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান দুর্নীতি-বান্ধব সরকার দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, করোনার আঘাতে দেশের বেহাল দশা ও প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঠেকাতে ‘কোড অব সাইলেন্স’ প্রয়োগ করছে। অসহায় মানুষকে নীরবে সইতে হচ্ছে ক্ষুধা ও জুলুমের যন্ত্রণা। অসম্ভব হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার

জগৎ সংসারের শত দুঃখ আর কষ্টের মাঝে যার একটু সান্ত্বনা আর অনুপ্রেরণা আমাদের সমস্ত বেদনা দূর করে দেয়, দুঃখে-কষ্টে, সংকটে-উত্থানে যিনি মাথার উপর ছাঁয়া হয়ে দাড়াঁন তিনিই হলেন পিতা।

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই এরশাদ করতে শুনেছি, পিতা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হতে উত্তম দরজা। অতএব তোমার ইচ্ছা, এই দরজাকে ধ্বংস করে দিতে পার। অথবা এই দরজাকে রক্ষা করতে পার। (তিরমিযী)

ইসলামে পিতার আনুগত্য ও মর্যদার প্রতি খেয়াল রেখে সদ্ব্যবহার ও আদব রক্ষা করে চলা সন্তানের উপর অপরিহার্য।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের অবস্থা দেখুন! তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধায় দেখতেন যে, নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোকে আমার পিতা নিজের হাতে তৈরী করেন। এবং তার যেমন ইচ্ছা হয় নাক, কান, চোখ এবং দেহাবয়ব কাটেন, ফুটা করেন এবং জোড়া লাগান। তারপর ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন। তাহলে, এগুলো কি খোদা হতে পারে? কিম্বা খোদার সমতুল্য ও সমকক্ষ বলা যেতে পারে? কখনও না, এরপর নবুওত লাভ করে সর্বপ্রথম তিনি এদিকেই মনোযোগ দিলেন।

আর মূর্তি পুজার বিপক্ষে যখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের সথে তাঁর পিতার বির্তক হয়ে গেল তখন তাঁর পিতা তাকে বললেন, কুরআনের ভাষা: ‘ইব্রাহীম! তুমি কি আমার খোদাদের প্রতি অসন্তুষ্ট? তুমি যদি এমন কাজ থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিব। যাও, আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে

যাও।’(সুরা মরইয়াম; ৪৬)

এমন কঠোর ও মনোবেদনাদায়ক কথোপকথনের সময়ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লাম পিতার সম্পর্কের মর্যদা রক্ষা করে বলেছেন যে, কুরআনের ভাষা: ‘আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। অচিরেই আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিঃসন্দেহ, তিনি আমার প্রতি সতিশয় দয়াবান।’(সুরা মরইয়াম; ৪৭)

দেখুন মহান আল্লাহ তা’য়ালা পিতার প্রতি এতটায় এহছান করেছেন যে, পিতা সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করতে বলার পরও তার সাথে ইহসানের আচরণ করতে বলেছেন।

একবার রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসল তার সাথে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক, তোমার সাথে এই বৃদ্ধ লোকটি কে? সে বললো, ইনি আমার পিতা। তিনি বললেন, তার সম্মুখে হেঁটো না, তার পূর্বে বসো না, তার নাম ধরে ডেকো না, এবং তাকে গালি দেওয়ার কারণ হয়ো না।(অর্থাৎ তুমি কারো পিতাকে গালি দাও, আর সে জবাবে তোমার পিতাকে গালি দেয়) (হায়াতুস সাহাবাহ)

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন দেখতে পেলেন, দু’জন লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন থেকে অধিকতর বয়ষ্ক। কনিষ্ঠজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সংগের লোকটি তোমার কে? সে বলল ‘আব্বা।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কখনও তার নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে বা এবং তাঁর বসার আগে কোথাও বসবে না।’

ইবনে মুহাইরিয রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, পিতার পথ থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্ত্ত সরানোর উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর আগে চলা তার অবাধ্যতার নামান্তর।

ওমর ইবন যরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিল? তখন তিনি বললেন, আমি দিনের বেলায় হাঁটলে সে আমার পিছনে পিছনে হাঁটত; আর রাতের বেলায় হাঁটলে সে আমার সামনে সামনে হাঁটত; আর আমি নিচে থাকলে সে কখনও ছাদের উপরে উঠত না।’(উয়ুনুল আখবার)

পিতার অবাধ্য হলে দুনিয়াতেই তার শাস্থি পাওয়া যায়।

আর আসমা’য়ী বলেন, আরবের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ ও সবচেয়ে অনুগত মানুষের সন্ধানে বের হলাম; অতঃপর আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমি দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম, পানি উঠানোর জন্য যার গলায় রশি দিয়ে বালতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা টেনে উঠানো উটের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর তার পিছনে চামড়ার পেঁচানো রশি (চাবুক) হাতে এক যুবক তাকে প্রহার করছে; আর সে এ রশি দ্বারা পিটিয়ে তার পিঠ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আমি বললাম, তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করনা? তার ঘাড়ে রশি লাগিয়ে দেওয়াটা কি যথেষ্ট হয়নি যে, তুমি তাকে আবার প্রহার করছ?

তখন সে বলে, তাতো আমি আমার পিতার সাথে এই ব্যবহার করছি(তাতে তোমার কি); তখন আমি বললাম: তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে ভালো পুরস্কার দিবেন না।

তখন সে বলল, চুপ কর, সে তো তার পিতার সাথে এরূপ ব্যবহার করত; আর তার পিতাও তার দাদার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত; তখন আমি বললাম: এই হলো সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ।

অতঃপর আমি ঘুরতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম এক যুবকের, যার ঘাড়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধলোক, মনে হচ্ছিল যেন একটি মুরগীর বাচ্চা; তারপর সে সব সময় তাকে তার সামনে রাখত এবং তাকে খাওয়াতো যেমনিভাবে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়; তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: উনি কে? সে বলল: আমার আব্বা, বয়সের ভারে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি; তখন আমি বললাম, এই হলো আরবের সবচেয়ে অনুগত ও ভাল মানুষ।(ইবরাহীম আল-বায়হা ‘আল-মাহাসেন ওয়াল মাসাওয়ী)

ছাবিত বুনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, কোনো এক স্থানে সে তার পিতাকে প্রহার করছে। তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ব্যাপার কী? এখানে এনে তোমার পুত্র তোমাকে প্রহার করছে কেন? পিতা বলল তাকে ছেড়ে দাও। কারন আমি আমার পিতাকে এই স্থানে প্রহার করেছিলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ আমার ছেলেও আমাকে ঠিক ঐ স্থানে মারছে। তার কোনো দোষ নেই।(তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে পিতার হক আদায়ের দ্বারা মহান আল্লাহ্

তা’য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন।(আমীন)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা

অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিও’র দাবিতে কুষ্টিয়ায় সংবাদ সম্মেলন

বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির দাবিতে কুষ্টিয়ায় সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।
রবিবার সকালে বেসরকারি কলেজ শিক্ষক ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের হলরুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষক ফোরামের কেন্দ্রীয় আহবায়ক নেকবর হোসাইন।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে বিধিমোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত না করে বঞ্চিত করা হচ্ছে। জনবল কাঠামো এমপিও নীতিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্ত না করে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

ফলে সকল নিয়ম ও বিধি অনুসরণ করে শিক্ষকরা নিয়োগ লাভ করলেও সরকারি বেতন-ভাতা না পেয়ে কুষ্টিয়াসহ দেশের অন্যান্য কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে কর্মরত প্রায় সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষক দীর্ঘকাল মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। মানবিক বিবেচনায় এবারের বাজেটে নিয়োগপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির ঘোষণাসহ

প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দাবি করে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

অন্যথায় কলেজেগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স অধিভুক্তি ও শিক্ষক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আরিফুর রহমান, আবু কায়েস, আজম আলী, আব্দুর রহমান, তরিকুল ইসলাম, জসিম উদ্দীন, খাইরুল ইসলাম প্রমুখ।

তাল বিক্রি করে সংসার চলে নবী মিয়ার, নেই কোন ঘর তার

তাল বিক্রি করে সংসার চলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নবী মিয়ার। জিকে সেচ প্রকল্পের সরকারি জমিতে কোন রকমে মাথা গোজার ঠাই রয়েছে নবী মিয়ার। বৃদ্ধ বাবা, ছেলে-মেয়ে নিয়ে আট সদস্যের পরিবার। ভ্যান চালিয়ে এই সংসারটাকে চালাচ্ছিলেন। আর এখন তালসাস বিক্রি করে চলছে তার। এলো করোনা। আয় রোজগার বন্ধ। দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না তিনি। এরমধ্যে ঝূর্ণিঝড় আম্ফানে উড়িয়ে নিয়ে গেলো থাকার ছোট ছোট তিনটি ঘর। এখন মাথা গোজার ঠাঁইটুকু নেই।

অসহায় হয়ে পড়েছে পুরো পরিবারটি। টাকার অভাবে ঘরগুলোও ঠিক করতে পারছেন না। এখন তাল বিক্রি করছেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে। এ থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনো রকমে চলছে।

নবী মিয়া বলেন, ‘ঝঁড়ে বাড়ি ঘর সব ভেঙে গেছে। তিনটা ছোট ছোট মাটির ঘর ছিল। তিনটাই ভেঙে গেছে। ঝড়ের দিন তো ঘর ছেড়ে পৌরসভার ভবনে আশ্রয় নিয়ে বেঁচেছি সবাই। এখন থাকবো কোথায় ঠিক নেই। রোজ বৃষ্টি হচ্ছে। পরিবারের লোকজন নিয়ে মহাবিপদে আছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘একেতে থাকার যায়গা নেই, তার ওপরে এই করোনার কারণে ভ্যান চালাতে পারছি না। এখন কী দিয়ে যে কী করব বুঝতে পারছি না।’

নবী মিয়া বলেন, ‘সরকারি লোকজন বাড়িতে গিয়ে সব দেখে গেলো। ঘর ঠিক করে দেওয়ার কথা বললেও এখন আর কোনো খোঁজ নেই।’

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস বলেন, ‘আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ ওই ভ্যান চালক নবী মিয়ার বাড়িতে আমরা গিয়ে দেখে এসেছি। ঘর ভেঙে যাওয়ায় তিনি বিপদে পড়েছেন। সরকারিভাবে তাকে সহযোগিতার করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসারের সাথে ওসির সৌজন্য সাক্ষাৎ

গাংনীতে সদ্য যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহি অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওবায়দুর রহমান।

বুধবার বেলা বারোটার সময় উপজেলা নির্বাহি অফিসারের কার্যালয় এসে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে ফুল দিয়ে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান ওসি ওবায়দুর রহমান।

এসময় গাংনী উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গাংনী থানা পুলিশের ভূমিকা ও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ গাংনী উপজেলার উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]/[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]